দৈনিক ইত্তেফাক

২৯

তারিখ 15 JAN 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কীর্তিকলাপ

ইংরেজী দৈনিক 'দি বাংলাদেশ অবজারভার' গত ২৯-৯-৯৫ তারিখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা-এর সচিব কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে বলা হইয়াছে, উক্ত প্রতিষ্ঠান ১৯৯৬ সাল হইতে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ইংরেজী ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আগ্রহী লেখক-লেখিকা ও প্রকাশনা সংস্থাকে জরুরীভাবে পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার জন্য বলা হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি আমার দৃষ্টিগোচর হইলে আমি ঢাকায় গিয়া ২০-১০-৯৫ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। তিনি আমাকে নয় তলায় সিনিয়র স্পেশালিষ্টের সহিত দেখা করিতে বলেন। সিনিয়র স্পেশালিষ্ট পদবীধারী ভদ্রলোক আমার সহিত সৌজন্য বিনিময়ের পর এক কর্মচারী মারফত প্রয়োজনীয় সিলেবাসের ফটোকপি প্রদান করেন এবং বলেন একমাসের মধ্যে পাণ্ডুলিপি জমা দিতে হইবে। পরে আমি তাঁহাকে পুস্তক নির্বাচন পারিশ্রমিক এবং তৎসম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করিলে তিনি আকস্মিকভাবে আমার সহিত অসৌজন্যমূলক আচরণ করিতে শুরু করেন। বলেন, পুস্তক নির্বাচিত হইলে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না, বইয়ে শুধু নামটা ছাপা হইবে, ইহাই যথেষ্ট। উক্ত কর্মকর্তার আচরণ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হই। তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগিল, একমাসের মধ্যে কিভাবে একটি পূর্ণ বিষয়ের পুস্তকের ইংরেজী পাণ্ডুলিপি তৈরী করিয়া দেয়া সম্ভব? আর টেক্সট বুক বোর্ডের মত একটি প্রতিষ্ঠান এ ধরনের নির্দেশই বা দিতে পারে কি করিয়া? তাহাছাড়া একটি পূর্ণ পাণ্ডুলিপির জন্য কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না ইহাই বা কেমন কথা। যাহা হউক উক্ত কর্মকর্তার সহিত আলাপ করিয়া এবিষয়ে নিশ্চিত হইলাম, কোথাও কোন একটা গড়বড় আছে। পরে পাঠ্যপুস্তক রচনায় অভিজ্ঞ এবং বোর্ডের কার্যক্রমের সহিত সরাসরি জড়িত একজন প্রবীণ অধ্যাপকের সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যাপারে যাহা করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ ন্যক্কারজনক। তিনি বলেন, অনেক অভিজ্ঞ পুস্তক লেখকের নাম বাদ দিয়া কাহাকেও ভাল করিয়া না জানাইয়া জাতীয় পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা বোর্ডের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা তাহাদের মনমত কয়েকজন লেখক নির্বাচন করিয়া তাহাদের সহিত যোগসাজশ করিয়া লেখার কাজ শুরু করিয়াছেন। আর তড়িঘড়ি একটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়াছে - নিয়ম রক্ষার জন্য। ইহা লইয়া বিভিন্ন মহলে আরো বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা চলিতেছে। যেমন বোর্ডের কিছু কর্মকর্তা ও তাহাদের মনোনীত কয়েকজন লোক ইংরেজী পুস্তক রচনার মাধ্যমে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান হইতে বড় ধরনের আর্থিক সুবিধা আদায় করিতে চাহিতেছেন। আশা করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

—মোঃ কামরুল আনোয়ার চৌধুরী, অধ্যাপক ইংরেজী, শাহ মোহছেন আউলিয়া ডিগ্রী কলেজ, ঘটতলী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।